সংবাদ

তারিখ 2012
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ১

সংসদে বিল

বিশ্ববিদ্যালয়ে শর্তসাপেক্ষে অর্থ বরাদ্দ দেবে সরকার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নিজস্ব আয়ের পাশাপাশি সরকারও বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালাতে অর্থ বরাদ্দ দেবে। তবে ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আয় বাড়াতে হবে। এমন বিধান রেখে গতকাল সংসদে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরিবর্তন করতে পৃথক তিনটি বিল উত্থাপন করা হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন করতে বিলটি উত্থাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। পরে বিল তিনটি পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫ এর ২৭ ধারায় বলা হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে এর ব্যয় জোগানে সরকারের বরাদ্দ ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এবং পঞ্চম বছর থেকে ব্যয়ের শতভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে বহন করতে হবে। ২০০৬ সালে প্রণীত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও একই বিধান রাখা হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে সময়সীমা ছিল ১০ বছর।

তিনটি বিলেই বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উৎস থেকে আয় এবং সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বরাদ্দ করা অর্থ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয় নির্বাহ করবে। তবে শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমান্বয়ে নিজস্ব আয় বাড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

তিনটি বিলেরই উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে পৃথকভাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তৎকালীন সরকারের আমলে প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয় আইনের এই বিধানটি বাস্তবসম্মত, শিক্ষা সহায়ক ও যুক্তিযুক্ত নয় বিধায় সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে প্রধানমন্ত্রী মৌখিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনটি বিলই গত ৩০ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় বলেও তিনি জানান।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুতে এ বিধান পরিবর্তন করতে আন্দোলন শুরু করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। পরে সরকার এ বিধান পরিবর্তনের আশ্বাস দেয়। নিজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য সেমিস্টার ফি বেশি ধার্য করায় এ আন্দোলন করে শিক্ষার্থীরা।